নির্যাতিত পুরুষ
মে '১৮ তথ্যকেন্দ্র ১০ টাকা
বর পেটানোয় ভারত বিশ্বে তৃতীয়। আত্মহত্যায় মহিলাদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা দ্বিগুণ। কিন্তু কেন? ৪৯৮এ ধারা কি পুরুষের মৃত্যুবাণ?
আত্মকথা সমরেশ মজুমদার, রম্য স্বপ্নময় চক্রবর্তী, মস্তানরাজ, কমিকস, কেরিয়ার, স্বাস্থ্য, গ্রীষ্ম ভ্রমণ

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বুধবার ৪.০০ টাকা 16 May 2018 Wednesday 20 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

দিদির রাজ্যে হিংসায় ক্ষোভ মোদির

নিউজ ব্যুরো

১৫ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই নির্বাচনে হিংসা ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন তিনি। এদিন দিল্লিতে বিজেপির পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠকে তিনি বলেন, 'দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান-মনীষীদের জন্ম যেখানে, সেই বাংলাই রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য রক্তাক্ত হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বেনজির হিংসার ছবি উঠে এল, সারাদেশ তাতে লজ্জিত। নির্বাচনের নামে সন্ত্রাস চালিয়ে গণতন্ত্রের হত্যা করা হয়েছে বাংলায়।' মোদি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতি হিংসার মাধ্যমে গণতন্ত্রের উপর যে আঘাত হানা হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে, সাধারণ মানুষ, আইন প্রণেতা ও বুদ্ধিজীবী মহল সহ সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মোদির অভিযোগের জবাবে টুইট বার্তায় তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, 'আগে তথ্য জানুন। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বেশি কর্মী মারা গিয়েছেন।' দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নিজের দলের কর্মীরাই বেশিরভাগ খুন ও হিংসার ঘটনায় জড়িত। বিজেপি আগে তাদের নিজেদের কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করুক। কর্ণাটকে ক্ষমতা দখল করতে না পেরে প্রধানমন্ত্রী হতাশ। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তথ্য না জেনে মন্তব্য করা ভালো দেখায় না।' তিনি বলেন, বিজেপির গুন্ডাদের হাতে ১০ জন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন।

কিন্তু মোদির অভিযোগ সত্য প্রমাণ করে বাংলায় মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল ও শাসক-বিরোধী সংঘর্ষে দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন ২০ জন। কালিয়াচকে বোমা বানাতে গিয়ে জখম হয়েছিলেন জীবন মণ্ডল। এদিন তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরে তপনে সংঘর্ষে জখম তৃণমূল নেতা জিল্লুর রহমান এদিন মারা গিয়েছেন। গতকাল ভোটের সময় তপনে সংঘর্ষে জখম হয়েছিলেন তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট সঞ্জয় সরকার। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার দুই দিনাজপুর ও মালদায় মোট তিনজনের মৃত্যু হয়। এরই পাশাপাশি সোমবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে সেখানে বিতর্ক রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে এক তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর নাম সাবির আলি শেখ। মঙ্গলবার রাতে রায়গঞ্জ থানার সোনাডাঙ্গি এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে এক প্রিসাইডিং অফিসারের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সোমবার ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স জমা দিয়েছিলেন ফার্স্ট পোলিং অফিসার। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার রাজ্যের ৫৭১টি বুথে পুনর্নির্বাচন হবে। সবথেকে বেশি ভোট হবে উত্তর দিনাজপুরে।

অন্যদিকে, কর্ণাটক ও বাংলার পঞ্চায়েত-এই দুই নির্বাচনে দলের ভূমিকা খতিয়ে দেখতেই আজ তড়িঘড়ি বিজেপির পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন

মঙ্গলবার বিজেপির পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী। -পিটিআই

বিজেপি সভাপতি অমিত শা সহ কমিটির একাধিক শীর্ষ সদস্য ও মন্ত্রীসভার প্রতিনিধিরা। সেখানে উঠে আসে বাংলার প্রসঙ্গ। পঞ্চায়েতে হিংসার সম্ভাব্য যাবতীয় দলিল তুলে ধরা হয় মোদির কাছে। এরপরেই নিজের ভাষণে বাংলার নির্বাচন ও সন্ত্রাস নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসরাজ চলছে গোটা বাংলায়। প্রার্থীকে মনোনয়ন পর্যন্ত জমা দিতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনটা নয় যে শুধু বিজেপির প্রার্থীরাই আক্রান্ত হয়েছেন। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি এই সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুতর ও চিন্তার বিষয়।' মোদির মতে, পশ্চিমবঙ্গের মতো ঐতিহ্যশালী রাজ্যে এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক ও নিন্দনীয়। তিনি জানান, নির্বাচনের নামে রাজ্যে খুন করা হল গণতন্ত্রকে। মনোনয়ন জমা থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত শুধু সন্ত্রাসেরই ছবি উঠে এল সর্বত্র। *এরপর তেরোর পাতায়*

ডিসান শিলিগুড়ি
রবিবারও খোলা
● একই খরচে' CT বা MRI এর মত টেস্ট রবিবারেও একমাত্র ডিসান শিলিগুড়িতে রিপোর্ট সহ পাওয়া যায়।
● এর জন্যে 48 ঘন্টা আগে নাম রেজিস্ট্রেশন করুন আর প্রেসক্রিপশন Whatsapp করুন।
*শর্তাবলী প্রযোজ্য
DESUN HOSPITAL SILIGURI 90736 92687 96740 19660
শিলিগুড়িতে ঃ মেডিকেল কলেজের পাশে

ঘোড়া কেনাবেচার দরজা খোলা কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ১৫ মে ঃ মমতার বচন, বুথফেরত সমীক্ষা দুই-ই মিলে গেল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন। বুথফেরত সমীক্ষাও বলেছিল, কর্ণাটক বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হবে। হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস ছিল, সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিতে পারে জেডিএস। মমতা বলেছিলেন, ত্রিশঙ্কু বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন এইচডি কুমারস্বামী। সেটাও প্রায় মিলে যাচ্ছে। এক রাজ্যপাল দেয়াল না তুললে, দেবেগৌড়ার ছেলের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

আসন জয়ের হিসেবে বিজেপি (১০৪) এক নম্বরে উঠে এসেছে। কিন্তু একার জোরে ক্ষমতা দখলের জন্য যে ১১৩টি আসন জেতার দরকার ছিল, তা তারা পারেনি। বিজেপির চেয়ে বেশ কয়েক যোজন পিছনে থেকে দ্বিতীয় হয়েছে কংগ্রেস (৭৮)। তৃতীয় হলেও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেডিএস (৩৭)। এ ছাড়া, ঘোষিত ২২২টি আসনের মধ্যে বিএসপি, কেবিজেপি এবং নির্দল একটি করে আসন দখল করেছে। ২২৪টি আসনের মধ্যে ২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়নি।

ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটু হলেও এগিয়ে থাকে কংগ্রেস। তারা পেয়েছে ৩৮ শতাংশের বেশি ভোট। বিজেপি তার চেয়ে দুই শতাংশ কম, ৩৬। ত্রিমুখী লড়াইয়ের শেষে মঙ্গলবার ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়। ফলাফল প্রকাশের অনেক আগে থেকেই শুরু হয় ক্ষমতা নিয়ে দড়ি টানাটানি। রাজনৈতিক তৎপরতা। দিনভর রং বদলাতে থাকে কন্নড় রাজনীতির।

এ দিন শুরুতে বিজেপির মুখেই হাসি ফুটেছিল। পরে সেই হাসি ডুবে যায় হতাশায়। উলটো শিবিরে, প্রথম দিকে কংগ্রেসের মুখ চুন হয়ে থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গেই মুখ উজ্জ্বল হতে থাকে তাদের।

এক নম্বর দলের তকমা পাচ্ছেন ধরে নিয়েই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পা। তিনি কিছু সময় চেয়ে নিয়ে বলেন, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে পারবেন। ইতিমধ্যে রাজ্যপালের দপ্তর থেকে ইঙ্গিত মেলে, সরকার গঠনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে প্রথমে বিজেপিকেই ডাকা হতে পারে। কারণ, কংগ্রেস-জেডিএস জোট হয়েছে ভোটের পরে।

বিজেপিকে ঠেকাতে হাত মেলায় জেডিএস-কংগ্রেস। কংগ্রেস বলে, মুখ্যমন্ত্রী পদে তারা সমর্থন করবে কুমারস্বামীকে। সরকার গঠনের দাবি জানাতে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন কুমারস্বামী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে এবং গুলাম নবি আজাদ। রাজ্যপালের কাছে কুমারস্বামী সরকার গঠনের দাবি পেশের পর সিদ্দারামাইয়া বলেন, জেডিএসকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছে কংগ্রেস। সুতরাং, সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আমরাই মূল দাবিদার।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে দলের শীর্ষনেতাদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন অমিত শা। তাঁর নির্দেশে বেঙ্গালুরু উড়ে আসেন প্রকাশ জাভড়েকার, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং জেপি নাড্ডা। শুরু হয় চাপানউতোর। ইয়েদুরিয়াপ্পা বলেন, প্রত্যাখ্যাত হয়েও কংগ্রেস পিছনের দরজা দিয়ে আবার ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা করছে। এটা জনতার রায়কে অসম্মান করা ছাড়া কিছু নয়।

বিজেপিকে থামাতে কর্ণাটকের নির্বাচনে আক্ষরিক অর্থেই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল কংগ্রেস। গত পাঁচ বছরে খুব বেশি কিছু করতে না পারলেও গত কয়েক মাসে ঝড় তোলার চেষ্টা করেন সিদ্দারামাইয়া। ধর্মীয় সংখ্যালঘু তকমা পাওয়ার যে দাবি লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে ছিল, সেই দাবিতে সিলমোহর দিয়ে দেন তিনি। লিঙ্গায়েতরা বরাবরই ছিল বিজেপির দিকে। তাদের দলে টানতেই যে সিদ্দারামাইয়ার এই কৌশল ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া কন্নড়দের জাত্যাভিমানের বিষয়টি উসকে দিতেও নানা কর্মসূচি নিয়েছিল কংগ্রেস। ভোটের মরশুমেই কর্ণাটকের জন্য আলাদা পতাকা প্রকাশ্যে আনা হয়। পাশাপাশি, দক্ষিণি রাজ্যগুলিতে যে হিন্দি বিরোধী ভাবাবেগ সদাসর্বদা জেগে থাকে, কংগ্রেস চেষ্টা করেছিল সেটিকেও উসকে দেওয়ার। বিজেপিকে 'উত্তর ভারতীয় দল' হিসেবে তোপ দেগে সভাসমাবেশ গরম করেন কংগ্রেস নেতারা। কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের একটি রিপোর্ট তুলে ধরে এমন কথাও বলা হয়, দক্ষিণী রাজ্যগুলির রোজগারে উত্তরের রাজ্যগুলি চলছে, অথচ সেই স্বীকৃতি তারা পাচ্ছে না। উত্তরের বিরুদ্ধে দক্ষিণকে উসকে দেওয়ার এই লড়াই বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও তা কংগ্রেস খেলেছিল সভাপতি রাহুল গান্ধির মুখরক্ষা করতে। গুজরাটের পর এটাই ছিল রাহুলের কাছে বড়ো ম্যাচ। সেই ম্যাচ জিততে প্রবীণ মনমোহন সিংকেও এ বার ভোটের ময়দানে যতটা সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছে, তা-ও বেনজির। তিনি আগাগোড়া একের পর এক বিবৃতি দিয়ে ব্যস্ত রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তবু ম্যাচের ফলাফল কিন্তু সিদ্দারামাইয়া-রাহুলের পক্ষে বলা যাচ্ছে না। কারণ, লিঙ্গায়েতদের সুবিধা (সংখ্যালঘু তকমা) দেওয়ায় সিদ্দারামাইয়ার নিজস্ব গোষ্ঠী ভোক্কালিগাদের সমর্থন পায়নি কংগ্রেস। শতাংশের হিসেবে বেশি ভোট পেয়েও বিজেপির পিছনেই থাকতে হয়েছে তাদের।

এরপর তেরোর পাতায়

সিকিম যেতে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে পর্যটকদের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ সিকিমের সঙ্গে এ রাজ্যের পরিবহণে রেসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্ট হলেও, নতুন নিয়মের নোটিফিকেশন হয়নি। যার জেরে পাহাড়ের পথে কমছে গাড়ি। এনিয়ে ক্ষুব্ধ গাড়ির মালিকরা। ভরা পর্যটন মরশুমে ক্ষোভ বাড়ছে পর্যটকদের মধ্যেও। কেননা তাঁদের গুনতে হচ্ছে নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশি টাকা। পর্যটন দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর সম্রাট চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা বৈঠক করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।'

পর্যটন মরশুমের শুরুতেই ক্ষোভ বাড়ছে পর্যটকদের মধ্যে। মূলত গাড়ি ভাড়া হিসেবে অতিরিক্ত টাকা গুনতে হওয়ায় তাঁরা প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক অথবা দার্জিলিং থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত এই সময় রিজার্ভ গাড়ির ভাড়া থাকে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। কিন্তু গাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়ায়, গাড়ি পেতে সমস্যা হবে জানিয়ে পর্যটকদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ির এসএনটি বাসস্ট্যান্ডের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় গ্যাংটক যেতে সাড়ে চার হাজার টাকা পর্যন্ত চাওয়া হচ্ছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আরও বেশি টাকা দাবি করা হচ্ছে। সিকিমে যাওয়ার জন্য বেলঘরিয়া থেকে শিলিগুড়িতে সপরিবারে এসেছেন অয়িতা দে। তাঁর বক্তব্য, এর আগেও তিনি গ্যাংটক গিয়েছেন, কিন্তু কখনোই এত বেশি টাকা চাওয়া হয়নি। তিনি জানান, গ্যাংটকে ড্রপ করে দেওয়ার জন্য চাওয়া হয়েছে চার হাজার টাকা। তাই তাঁরা এসএনটি-র বাসে উঠেছেন। এই রুটের গাড়ির চালক পিন্টু বিশ্বাস জানান, পারমিট সমস্যার জন্য এখন গাড়ির সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। ফলে ভাড়াও বেড়েছে। কিন্তু কেন গাড়ির সংখ্যা কমল? প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ১৬ মার্চ উত্তরকন্যায় সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিং এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বৈঠকে পরিবহণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এরপরেই দুই রাজ্যের মধ্যে রেসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সিকিম যাওয়ার

এরপর তেরোর পাতায়

পুরনিগমে যৌথ বোর্ড নিয়ে জানালেন মেয়র

কংগ্রেসের সঙ্গে শীঘ্রই বৈঠক

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ টালবাহানা কাটিয়ে এবার কংগ্রেসকে শিলিগুড়ি পুরবোর্ডে নিচ্ছে সিপিএম। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরেই বামফ্রন্ট এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনায় বসবে কংগ্রেসের সঙ্গে। বিষয়টি কংগ্রেসকে ইতিমধ্যেই জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। সিপিএমের এই সিদ্ধান্তে খুশি কংগ্রেসও। শিলিগুড়ি পুরনিগমের কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা সুজয় ঘটক জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির উন্নয়নে কংগ্রেস কাউন্সিলারদের মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বোর্ডে এলে মেয়র পরিষদের সদস্যদের সভায় সেই মতামত দিতে পারবেন কংগ্রেস কাউন্সিলাররা। এতে বাস্তবে উপকারই হবে বাম বোর্ডের।

২২ মার্চ শর্তসাপেক্ষে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০১৮-২০১৯ আর্থিক বছরে বামেদের পেশ করা বাজেটকে সমর্থন করেছিলেন কংগ্রেসের চার কাউন্সিলার। লিখিত সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ বোর্ড করবে বামেরা। এর জন্য কংগ্রেসকে দিতে হবে দুটি মেয়র পরিষদের পদ। যদিও তার পরপরই কংগ্রেসকে বোর্ডে নেওয়া নিয়ে টালবাহানা শুরু করে সিপিএম। একটা সময় পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে কংগ্রেসও এই বোর্ডে আসার ব্যাপারে আগ্রহ হারায়। কিন্তু রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে বামেদের নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে, শুধুমাত্র বাজেট পাস করানোর জন্যই কি বামেরা কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ? সমালোচনা এড়াতেই সম্প্রতি বামেরা সিদ্ধান্ত নেয়, কংগ্রেসকে তারা বোর্ডে নেবে। তবে তা বামফ্রন্টের সভায় সিদ্ধান্ত হওয়ার পর। সেকথা জানিয়েও দেওয়া হয় কংগ্রেসকে।

মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এদিন বলেন, 'নির্বাচনের জন্য আমরা আলোচনায় বসতে পারিনি। তবে এবার আমরা বামফ্রন্টে আলোচনা করব। তার পরেই কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। খুব শীঘ্রই আমরা বিষয়টি ঠিক করে ফেলব।' যদিও সূত্রের খবর, কংগ্রেসকে বোর্ডে আনাই শুধু নয়, তাদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি মেয়র পরিষদের পদও দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে সুজয় ঘটক বলেন, 'শুনলাম কংগ্রেসকে নাকি বোর্ডে নেওয়া হচ্ছে। আমরা বোর্ডের অনেক কাজেই অসন্তুষ্ট। সেই কাজগুলি ভালো করে করার জন্য যদি দল ঠিক করে, তবে কংগ্রেস কাউন্সিলাররা ভালো কাজ করবেন বলেই আমি মনে করি।'

এদিকে, মঙ্গলবারই শিলিগুড়ি পুরনিগমে বামেদের তিন বছর পূর্ণ হল। অশোকবাবু বলেন, 'অন্য যেকোনো পুরসভার চেয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতে বাম পরিচালিত পুরসভা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, অন্য পুরসভাগুলি রাজ্য সরকারের সবরকম সহযোগিতা পেলেও ব্যতিক্রম শুধুমাত্র শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই বোর্ডকে ভাঙার চেষ্টা করেছিল শাসকদল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অটুট রয়েছি। যেমনভাবে অটুট রয়েছেন কংগ্রেসের চার ও বিজেপির দুই কাউন্সিলার। রাজ্য সরকারের চরম অসহযোগিতার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিলিগুড়ি। আমাদের সঙ্গে তারা ন্যূনতম সুসম্পর্ক রাখতে আগ্রহ দেখায়নি গত তিন বছরে। তবে আমরা কখনও রক্তচক্ষুর কাছে মাথা নত করিনি।'

যদিও বাম বোর্ডের তিন বছর পূর্তি নিয়ে বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি এই বোর্ড বিদায় নেয়, ততই শিলিগুড়িবাসীর মঙ্গল।'

রায় ও মার্টিন
Class 12
দর্শন
মণ্ডল ও সরকার
THE CALCUTTA PUBLISHERS

ডাঃ পি. কে. সাহা হস্‌পিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
(পূর্বতন শীলা নার্সিংহোম)
বৈরাগী দিঘি বাইলেন, কোচবিহার

বিশেষ সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরিউল্লেখিত ব্যক্তি শ্রী সুব্রত ঘোষ, (বাবন), পিতা সুবল চন্দ্র ঘোষ সাকিন ব্যাঙচাতরা রোড, বকুলতলা, পোস্ট অফিস-গুড়িয়াহাটি, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার, ডাঃ পি. কে. সাহা হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড-এ মার্কেটিং ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন। আর্থিক তছরূপ সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত থাকার কারণে অদ্য ১৪/০৫/২০১৮ ইং তারিখে শ্রী সুব্রত ঘোষকে তাহার চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা হইল।
এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকলকে সতর্ক করা হইতেছে যে উক্ত শ্রী সুব্রত ঘোষ-এর সহিত বর্তমানে ডাঃ পি. কে. সাহা হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড, কোচবিহার-এর কোনোরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক নাই। যদি কোনো ব্যক্তি অথবা সংস্থা উক্ত শ্রী সুব্রত ঘোষ-এর সহিত কোনোরূপ আর্থিক বা অন্যান্য লেনদেন করেন তাহা হইলে ডাঃ পি.কে. সাহা হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড, কোচবিহার কোনোভাবে দায়ী হইবে না বা তার দায়িত্ব কোনোভাবেই গ্রহণ করিবে না।
ধন্যবাদান্তে,
হসপিটাল কর্তৃপক্ষ
ডাঃ পি.কে. সাহা হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড, কোচবিহার।

নতুন করে সেবক রোডে চিতাবাঘের আতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ নতুন করে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকায়। চেকপোস্ট এলাকায় শপিংমলের উলটোদিকে যেখানে প্রথম চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল, ঠিক তার পাশের গোডাউনে এবার থাবার ছাপ মিলল। নতুন করে চিতাবাঘের থাবার ছাপ মেলায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ইতিমধ্যে বন দপ্তরের সারুগাড়া রেঞ্জের পক্ষ থেকে এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে ওই এলাকায় রাতেই খাঁচা পাতা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বনকর্মীরা।

রবিবার সন্ধ্যায় কাজ সেরে ফেরার পথে একটি গুদামের সীমানাপ্রাচীরে চিতাবাঘের পায়ের চিহ্ন দেখতে পান গুদামের কয়েকজন কর্মী। সোমবার তাঁরা ভোট দিতে বাড়িতে চলে যান। মঙ্গলবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে নিরাপত্তাকর্মীকে পুরো বিষয়টি জানান তাঁরা। বিষয়টি বন দপ্তরের আধিকারিকদের জানান ওই নিরাপত্তারক্ষী। খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে সারুগারা রেঞ্জ অফিস থেকে বনকর্মীরা ওই গোডাউনে আসেন। তাঁরা পায়ের ছাপগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। ছাপগুলি যে চিতাবাঘেরই সেই বিষয়ে বনকর্মীরা প্রায় নিশ্চিত। সেখান থেকেই পদস্থ আধিকারিকদের বিষয়টি জানান বনকর্মীরা। সূত্রের খবর, আরও একবার পায়ের ছাপগুলি পরীক্ষা করার পর রাতেই এলাকায় খাঁচা পাতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

চলতি মাসের গোড়ার দিকে সেবক রোডের শপিংমলের উলটোদিকের পরিত্যক্ত হিমঘর এলাকায় একটি চিতাবাঘের দেখা মেলে। চিতাবাঘের আতঙ্কে কার্যত ঘরবন্দি হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতে বন দপ্তর। প্রায় এক সপ্তাহের চেষ্টায় কুকুরের টোপে সেই খাঁচাতেই ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। ওই ঘটনার পরদিন লাগোয়া সেনা ছাউনির মধ্য থেকে আরেকটি চিতাবাঘ ধরা পড়ে। এদিন তৃতীয় চিতাবাঘের উপস্থিতিতে বনকর্তারাও রীতিমতো চিন্তিত। বারবার এলাকায় কেন চিতাবাঘ হানা দিচ্ছে, লাগোয়া জঙ্গলে খাবারের হঠাৎ এত টান পড়ল কেন- এসব প্রশ্ন নিয়ে এখন সরগরম বন দপ্তরের অন্দরমহল।

এদিন ফের নতুন করে ওই এলাকায় চিতাবাঘের পায়ের ছাপ মেলায় ওই এলাকার বাসিন্দারা আগেরবারের মতোই রাতের দিকে ঘর থেকে বেরোন বন্ধ করে দিয়েছেন। বন দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'পায়ের ছাপ চিতাবাঘের, তা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। এলাকায় আবার খাঁচা পাতা হয়েছে।'